যায়যায়দিন

4 JUL 2008

বিজ্ঞান শিক্ষার বেহাল দশা

এগিয়ে যেতে হলে বিজ্ঞান শিক্ষায় অগ্রাধিকার দিতে হবে

বর্তমান সভ্যতার বিকাশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিজ্ঞান শিক্ষা বাদ দিয়ে অথবা একে অবহেলা করে কোনো জাতি সমৃদ্ধশালী হতে পারে না, এগিয়ে যেতে পারে না। শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, কলা, দর্শন ইত্যাদিতে একটি জাতি যতোই অগ্রসর হোক না কেন, বিজ্ঞান শিক্ষাকে পাশ কাটিয়ে গেলে তা এক সময় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে যেসব জাতি অগ্রসর, তারাই সমৃদ্ধ হয়েছে। বিজ্ঞান চর্চায় এগিয়ে যাওয়ার উদাহরণ হিসেবে জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন প্রভৃতি দেশের নাম করা যায়। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতও এক্ষেত্রে অনেক অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আমরা যেন এক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়ে পড়ছি। এই প্রবণতা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মূলত তিনটি ধারা দেখা যায়- মাদ্রাসা শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষা এবং ইংলিশ মিডিয়াম। এ তিনটি ধারায় বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সমান নয়। নামিদামি স্কুল-কলেজগুলোতে বিজ্ঞান শিক্ষার অপেক্ষাকৃত ভালো সুযোগ ও বন্দোবস্ত থাকে। সেখানে ভালো শিক্ষক পাওয়া যায়, ব্যবহারিক ক্লাসের জন্যও ভালো গবেষণাগার থাকে। এর বিপরীতে সাধারণ স্কুল-কলেজগুলোতে বিজ্ঞান শিক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা নেই। ফলে বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করতে ছাত্রছাত্রীরা আগ্রহী হয় না। সাতটি শিক্ষা বোর্ডের ১৪ হাজার ৫০০ মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে ১ হাজার ৫১২টিতে বিজ্ঞান পড়ানো হয় না। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান নিয়ে লেখাপড়া করতে ভয় পায়। স্কুল-কলেজে বিজ্ঞান পড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই। এটা বিজ্ঞান শিক্ষার্থী কমে যাওয়ার একটি বড় কারণ।

বিজ্ঞান শিক্ষার দুরবস্থার চিত্র এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের খতিয়ান দেখলেই বোঝা যায়। ১৯৯০ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ২ লাখ ৯৪ হাজার ৩৯১ পরীক্ষার্থী। আর চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ লাখ ২ হাজার ৭৯৬ জন। ১৯৯০ সালের এসএসসিতে বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থী ছিল ৪২ দশমিক ২১ ভাগ। চলতি বছরের এসএসসিতে এ সংখ্যা ২৩ দশমিক ৭৬ ভাগে নেমে এসেছে। ১৯৯০ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় (এইচএসসি) বিজ্ঞানের পরীক্ষার্থী ছিল ২৮ দশমিক ১৩ ভাগ। ১৯ বছর পর ২০০৮ সালে তা কমে ১৯ দশমিক ৪১ ভাগে নেমে এসেছে। একই সময়ে ব্যবসায় শিক্ষার পরীক্ষার্থী বেড়েছে। ১৯৯০ সালের এইচএসসিতে ব্যবসায় শিক্ষার পরীক্ষার্থী ছিল ১৯ দশমিক ৪১ ভাগ। ২০০৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩১ দশমিক ৭৯ ভাগে দাঁড়িয়েছে।

গত দুই দশকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে ব্যাপক হারে। এসএসসিতে এ হার ১৮ দশমিক ৪৫ আর এইচএসসিতে ৮ দশমিক ৭২ ভাগ। বিজ্ঞান শিক্ষার এ অবস্থাকে জাতির জন্য অশনি সঙ্কেত বলে চিহ্নিত করেছেন শিক্ষাবিদরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা বলেছেন, এটা জাতি হিসেবে আমাদের জন্য লজ্জার। সিলেট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেছেন, এটা বিপজ্জনক লক্ষণ। জাতি হিসেবে আমরা পেছনে হাঁটছি। উন্নত বিশ্ব যেখানে বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকছে, সেখানে আমরা বিজ্ঞানকে পেছনে ঠেলে দিচ্ছি।

এক সময় তুলনামূলকভাবে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরাই বিজ্ঞান শাখায় পড়াশোনা করতো। এখন পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। বিজ্ঞান শিক্ষায় অত্যধিক খরচ ও অব্যবস্থাপনা এবং চাকরির বাজারে বিবিএ-এমবিএদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এখন বাণিজ্য শাখায় শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ক্রমে বাড়ছে। বাণিজ্য শাখায় শিক্ষার্থী বৃদ্ধির মধ্যে দোষের কিছু নেই, তবে তা যেন বিজ্ঞান শিক্ষাকে বাদ দিয়ে না ঘটে।

বিজ্ঞান শিক্ষার এ দুরবস্থার জন্য সরকারের সাম্প্রতিক একটি সিদ্ধান্ত আরো বেশি বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। সরকার ২০০৭ সালে সিদ্ধান্ত নেয়, বেসরকারি স্কুল-কলেজে সরকারি খরচে আর কোনো বিজ্ঞান শিক্ষার উপকরণ দেয়া হবে না। আগে প্রতিবছর প্রায় নয় কোটি টাকার বিজ্ঞান শিক্ষার উপকরণ দেয়া হতো। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ টাকা দেয়া বন্ধ করেছে বেসরকারি শিক্ষকদের শতভাগ বেতন দেয়ার অজুহাতে। এমনিতেই বিজ্ঞান পিছিয়ে পড়ছে। তার ওপর সরকারের এ ধরনের সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারকে আরো পিছিয়ে দেবে। কারণ গ্রামের অনেক স্কুল-কলেজেরই বিজ্ঞান শিক্ষা উপকরণ কেনার সামর্থ্য নেই।

বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা আরো বাড়ানো দরকার। সব স্কুল ও কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার উপকরণ যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে সেটা নিশ্চিত করা দরকার। দেশকে এগিয়ে নিতে হলে বিজ্ঞান শিক্ষায় অগ্রাধিকার দিতে হবে।